গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
আইন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.৯৯.০০১.২১.৫৬

তারিখ: ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
০২ জুন ২০২২

বিষয়: **সরকারী বাঙলা কলেজ, মিরপুর-এর জমির সীমানা নির্ধারণ লক্ষ্যে মতামত প্রদান।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এস,এ রেকর্ডীয় মালিক মিসেস মালেকা খাতুন থাকা অবস্থায় ১৯৬৪-৬৫ সনে এল,এ কেস নং-৫ এর মাধ্যমে অধিগ্রহণ হয় বিভিন্ন দাগের অংশসহ ১২ একর ৫৪ শতাংশ জমি। ইহার ভিতর হইতে নালিশী সি, এস ও এস,এ ৬৫ দাগের জমি ২ একর ৩১ শতাংশ জমি হইতে ২ একর ২৪ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ হয়। অবশিষ্ট ৭ শতাংশ জমি দখলে। এছাড়া নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করেন:

- মিরপুর সরকারী বাঙলা কলেজের জমির সীমানা নির্ধারণ করার জন্য মহামান্য হাইকোর্ট আদেশে জেলা প্রশাসনকে বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে জরিপ করে ১৬/০৫/২০১২ ইং তারিখে সিমানা পিলার সহ সীমানা নকশা করে দেন।
- সীমানা নির্ধারনের সময় দেখা যায় বাহদুর কর্তৃক ৩৭ নং পাইকপাড়া মৌজায় এলএকেস নং-৫/১৯৬৪-৬৫ সনে একোয়ার ভুক্ত ১২ একর ৫৪ শতাংশ জমি বাঙলা কলেজ, মিরপুর, ঢাকা এর নামে একোয়ার ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে আর এস ১২ একর ৮৪ শতাংশ ও সিটি জরিপে ১৩ একর ৬০ শতাংশ ২২ অযুতাংশ জমি রেকর্ডভুক্ত হয়। অর্থাৎ ১ একর ৬ শতাংশ ২২ অযুতাংশ জমি অতিরিক্ত একোয়ার বহির্ভুত রেকর্ডভুক্ত হয়। সাবেক অধ্যক্ষ মকফুর হোসেনের নিকট অতিরিক্ত জমির রেকর্ড বিষয় অনাপত্তি চাইলে তিনি মৌখিকভাবে রেকর্ড সংশোধন করে নেবার জন্য বলেন। রে কর্ড সংশোধনী মামলায় পক্ষভূক্ত বা কোন আপত্তি করেন নাই।
- উক্ত সিটি জরিপের রেকর্ড সংশোধনের জন্য ১১/০২/২০১৩ ইং তারিখে মামলা নং-৮৩/১৩, ১ম সিনিয়র সহকারী জজ আদালদ ঢাকায় মামলা হয়। উক্ত মামলায় সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয় গং বিবাদী করা হয়। উভয় পক্ষের যুক্তি, তর্ক, কাগজপত্র, রেকর্ড পর্যালোচনা ও ডকুমেন্ট সহকারে যাচাই বাছাই পূর্বক আদালত ১৮/১১/২০১৪ ইং তারিখে বাদীর পক্ষে রায়ও ডিগ্রী প্রদান করেন।
- আদেশ মোতাবেক রেকর্ড সংশোধনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করা হয়। আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক মহোদয় স্মারক সংখ্যা- ০৫.৪১.২৬০০.০১২.৪৬.০৭১.১৪ (মো:পুর)-৪১২ (স), ২৫/০১/২০১৫ ইং তারিখে সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা, উক্ত রায় ও ডিগ্রী বিষয়ে আইনগত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করেন।
- সিরিয়র সহকারী সচিব মহোদয় স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৩১.০২.০৪.১২২-১৭৪, তারিখ-২/৩/২০১৫ ইং তারিখে সহকারী কমিশনার ভূমি (মোহাম্মদপুর সার্কেল) মতামতের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়।
- সহকারী কমিশনার ভূমি (মোহাম্মদপুর সার্কেল) স্মারক নং- সঃকঃভূঃ/মোঃপুর/সার্কেল/২০১৫-১২১১ (স.) ২০/৪/২০১৫ ইং তারিখে মতামত এ প্রতিবেদন উল্লেখ করেন একোয়ার বহিঃভূত হওয়ায় ৭ শতাংশ জমি সিটি জরিপে শিক্ষা বিভাগের আপত্তি না থাকিলে রেকর্ড সংশোধণীয় করে দেওয়া যেতে পারে বলে মতামত প্রদান করেন।
- আইন কর্মকর্তা (উপ-সচিব) স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৩১.০২.০৪.১২-২৬১, ৪/৫/২০১৫ ইং তারিখে নালিশী জমি সরোজমিনে পরিদর্শন পুর্বক উল্লেখিত তথ্যাদিসহ সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য সহকারী কমিশনার ভূমি (মোহাম্মদপুর

সার্কেল) পুনরায় অনুরোধ করেন।

- সহারী কমিশরার, স্মারক নং- সঃকঃভূঃ/মোঃপুর/সার্কেল/২০১৫-১৩৩৮ (সং), ২০/৫/২০১৫ ইং তারিখে আইন কর্মকর্তা (উপসচিব) বরাবর মতামত উল্লেখ করেন একোয়ার বহিঃভূত হওয়ায় ৭ শতাংশ জমি সিটি জরিপে শিক্ষা বিভাগের আপত্তি না থাকিলে রেকর্ড সংশোধণীয় করে দেওয়া যেতে পারে বলে মতামত প্রেরণ করেন।

- জেলা প্রশাসকের পক্ষ হইতে জেলা ও দায়রা জজ আদালতে সিভিল মামলা নং- ৭২/২০১৫ আপিল দায়ের করা হয। সরকারি কৌশলী পক্ষে (এজিপি) এস.এ ৬৫ দাগে একোয়র বহিঃভূত ৭ শতাংশ জমির পক্ষে আদালতে কাগজপত্র না দেখাতে না পারায় ২২/১১/১৬ইং তারিখে আপিলটি ডিসমিস হয়।

- শিক্ষা বিভাগ হইতে স্মাক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৩১.০২.০০৪.১২-৫৫২, তাং- ১৬ অক্টোবর ২০১৭ ইং, বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ঢাকার দেওয়ানী আপীল মামলা নং- ৭২/২০১৫ এর রায়/ডিক্রির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য জেলা প্রশাসকের নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়।

- জেলা প্রশাসক অফিস স্মারক নং- ০৫.৪১.২৬০০.০২০.০৪.৪৭৩.১৭.৯৩৯, তারিখ- ১২/১১/২০১৭ ইং বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালতকে ঢাকা দেওযানী আপিল মামলা নং- ৭২/২০১৫ এর রাঙ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহনের বিজ্ঞ জিপি ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়।

- জেলা প্রশাসক অফিস স্মারক নং- ০৫.৪১.২৬০০.০২০.০৪.৪৭৩.১৭.৯৩৯, তারিখ-১২/১১/২০১৭ইং, জিপি অফিস স্মারক নং- অঃ/১৮-৯০৫, তারিখ-২৬/০৯/২০১৮ইং উপর্যুক্ত সূত্র ও বিষয়ে প্রেরিত নথীটি বিস্তারিত ভাবে পর্যালোচনা করে নালিমী জমির Pantograph map, পর্যালোচনা করে নালিশী সম্পত্তি হুকুম দখল/অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি নহে। তাই নালিশী সম্পত্তি বিষয়ে জেলা জজ আদালতে আপীলটি পুনঃ জীবিত করার দরখাস্ত দিয়ে কিংবা মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে সিভিল রিভিশন দায়ের করে কোন প্রকার সুফল পাওয়া যাবেনা। তাই বিজ্ঞ আদালতের রায় এবং ডিক্রি নির্দেশনা মতে বিগত সিটি জরিপ খতিয়ান সংশোধন করতঃ ডিক্রিদার মালেকা খাতূনের নামে নামজারী এবং জমাভাগের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে বলে মতামত প্রদান করে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে পক্ষে স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.১১১.৩৪.০০৩.২০১৫ (অংশ-১) ৩২০/৫, তাং- ২৬/০৫/২০১৯ইং সরকারি কৌশলী (জিপি), জেলা জজ আদালত, ঢাকাকে দেওয়ানী আপিল মামলা নং- ৭২/২০১৫ পুনরুজ্জীবনের (Re-vival) এর প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহন করে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিতকরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

- পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ ঢাকা, স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১১১.৩৪.০০৩.২০১৫ (অংশ-১) ৩২০/৫, তাং- ২৫/০৫/২০১৯ইং, প্রেক্সিতে জিপি অফিস স্মারক নং- জি.পি.অ./১৯-৯৪২, তারিখ- ০৬/১১/২০১৯ইং তারিখে উক্ত বিষয় প্রেরিত মতামত প্রদান করেন যে, নথীতে রক্ষিত হুকুম দখলকৃত Pantograph map আছে। উহাতে বাঙলা কলেজের অধিগ্রহনকৃত দাগ- সি.এস-৬৫, জমির পরিমান-২ একর ৩১ শতাংশ অধিগ্রহন ২ একর ২৪ শতাংশ জমি দেখানো আছে । অবশিষ্ট ৭ শতাংশ জমি নক্সা ও দাগে বাঙলা করেজের জমি সীমানা বহির্ভূত। তাই বাদীর ডিক্রি প্রাপ্ত জমিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা মিরপুর বাঙলা কলেজের জমি না থাকায় উহাতে বাঙলা কলেজের কোন প্রকার স্বার্থ দেখা যায় না। সরকারী স্বার্থ না থাকলে সির্দেশে উক্ত রায় এবং ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করে কোন প্রকার সুফল পাবেনা। তৎসত্যেও জেলা প্রশাসকের নির্দেশে উক্ত রায় এবং ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছিল । উহা পরবর্তী উক্ত আপীল ডিসমিস হয়ে গেছে ।

- সি,এস ও এস. এ ৬৫ দাগের একোয়ার বহিঃভূত ৭ শতাংশ জমির তথ্য ও বিবরণ দেওয়া হইলঃ-

এস এ/আর এস খতিয়ান	এস এস দাগ	আর এস দাগ	এস এ জমির পরিমান	অবশিষ্ট জমির পরিমান	সিটি জরিপ খতিয়ান	সিটি জরিপ দাগ	মোট জমির পরিমান	উহার কাতে মালিকানাধীন জমি

১৮৩/৯৩৪	৬৫	১০৪৩ বাটা ১৯৭৭	২ একর ৩১ শতাংশ (২ একর ২৪ শতাংশ একোয়ার)	৭ শতাংশ	৪	৪১০৮	৩ একর ৬০ শতাংশ ১৪ অযুতাংশ	ইহার কাতে ৭ শতাংশ জমি ডিক্রিপ্রাপ্ত

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত তথ্যাদি এবং মামলা সংক্রান্ত বিষয় যাচাইঅন্তে মতামত প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২-৬-২০২২
মোঃ সেলিম সিকদার
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৬৬৭৯
ফ্যাক্স: ৯৫১৪১১৪
ইমেইল: info@moedu.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.৯৯.০০১.২১.৫৬/১(৩)

তারিখ: ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ / ০২ জুন ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিব এর একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
২) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি অধিশাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৩) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নিরীক্ষা ও আইন অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

২-৬-২০২২
মোঃ সেলিম সিকদার
সহকারী সচিব